22 JUN 2008

দেশে বিজ্ঞান শিক্ষার বেহাল দশা

২০ বছরে শিক্ষার্থী কমেছে ২৭ ভাগের বেশি

আশরাফুল হক রাজীব

গত দুই দশকে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমেছে ব্যাপক হারে। এসএসসিতে এ হার ১৮ দশমিক ৪৫ আর এইচএসসিতে ৮ দশমিক ৭২ ভাগ। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

বিজ্ঞান শিক্ষার এ অবস্থাকে জাতির জন্য অশনিসঙ্কেত বলে চিহ্নিত করেছেন শিক্ষাবিদরা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিয়া যায়যায়দিনকে বলেছেন, এটা জাতি হিসেবে আমাদের জন্য লজ্জার। সিলেট বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল বলেছেন, এটা বিপজ্জনক লক্ষণ। এ অবস্থা থেকে উত্তরণে তারা সরকারকে কার্যকর ব্যবস্থা নেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

বিজ্ঞান শিক্ষার এ দুরবস্থার জন্য সরকারের সাম্প্রতিক একটি সিদ্ধান্ত আরো বেশি বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। সরকার ২০০৭ সালে সিদ্ধান্ত নেয়, বেসরকারি স্কুল-কলেজে সরকারি খরচে আর কোনো বিজ্ঞান শিক্ষার উপকরণ দেয়া হবে না। আগে প্রতিবছর প্রায় ৯ কোটি টাকার বিজ্ঞান শিক্ষার উপকরণ দেয়া হতো। বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার এ টাকা দেয়া বন্ধ করেছে বেসরকারি শিক্ষকদের শতভাগ বেতন দেয়ার অজুহাতে।

পৃ২ » ক১

দেশে বিজ্ঞান শিক্ষার বেহাল দশা

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেছেন, এমনিতেই বিজ্ঞান পিছিয়ে পড়ছে। তার ওপর সরকারের এ ধরনের সিদ্ধান্ত বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসারকে আরো পিছিয়ে দেবে। কারণ গ্রামের অনেক স্কুল-কলেজেরই বিজ্ঞান শিক্ষা উপকরণ কেনার সামর্থ্য নেই।

১৯৯০ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় (এইচএসসি) বিজ্ঞানের পরীক্ষার্থী ছিল ২৮ দশমিক ১৩ ভাগ। ১৯ বছর পর ২০০৮ সালে তা কমে ১৯ দশমিক ৪১ ভাগে নেমে এসেছে। একই সময়ে ব্যবসায় শিক্ষার পরীক্ষার্থী বেড়েছে। ১৯৯০ সালের এইচএসসিতে ব্যবসায় শিক্ষার পরীক্ষার্থী ছিল ১৯ দশমিক ৪১ ভাগ। ২০০৮ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় তা বৃদ্ধি পেয়ে ৩১ দশমিক ৭৯ ভাগে দাঁড়িয়েছে। ১৯৯০ সালে মানবিক বিভাগের পরীক্ষার্থী ছিল ৫২ দশমিক ৬ ভাগ। বর্তমান বছরে এসে তা দাঁড়িয়েছে ৪৮ দশমিক ৭৯ ভাগে।

১৯৯০ সালে এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল ২ লাখ ৯৪ হাজার ৩৯১ পরীক্ষার্থী। আর গত ২৯ মে শুরু হওয়া চলতি বছরের এইচএসসি পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৫ লাখ ২ হাজার ৭৯৬ জন।

১৯৯০ সালে এসএসসিতে বিজ্ঞান বিভাগের পরীক্ষার্থী ছিল ৪২ দশমিক ২১ ভাগ। চলতি বছরের মার্চ ও এপ্রিলে অনুষ্ঠিত এসএসসিতে এ সংখ্যা ২৩ দশমিক ৭৬ ভাগে নেমে এসেছে। ১৯৯০ সালের মানবিক বিভাগের পরীক্ষার্থী ছিল ৫৭ দশমিক ১৯ ভাগ। বর্তমানে তা ৪৪ দশমিক ০৯ ভাগে নেমে এসেছে।

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার বিজ্ঞান এবং প্রকৌশল বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল গতকাল যায়যায়দিনকে বলেছেন, এটা বিপজ্জনক লক্ষণ। জাতি হিসেবে আমরা পেছনে হাঁটছি। উন্নত বিশ্ব যেখানে বিজ্ঞানের দিকে ঝুঁকছে, সেখানে আমরা বিজ্ঞানকে পেছনে ঠেলে দিচ্ছি।

তিনি আরো বলেন, বর্তমানে এইচএসসির বিজ্ঞান বিভাগের যে সিলেবাস তা খুবই জটিল। এতে অনেক অপ্রয়োজনীয় বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এইচএসসিতে বিজ্ঞানের বিষয়গুলোতে বর্তমানে ব্যবহারিক পরীক্ষার নম্বর ২৫ ভাগ। অথচ দেশের এমন কোনো কলেজ নেই যেটা বিজ্ঞান উপকরণে ভরা। এটা থেকে উত্তরণের জন্য সরকারকে জরুরি ভিত্তিতে পদক্ষেপ নেয়া দরকার।

জাফর ইকবাল বলেন, দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞান নিয়ে লেখাপড়া করতে ভয় পায়। স্কুল-কলেজে বিজ্ঞান পড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষক নেই। এটা বিজ্ঞান শিক্ষার্থী কমে যাওয়ার একটি বড় কারণ।

প্রসঙ্গত, সাতটি শিক্ষা বোর্ডের ১৪ হাজার ৫০০ মাধ্যমিক স্কুলের ১ হাজার ৫১২টিতে বিজ্ঞান পড়ানো হয় না। একইভাবে ২২৮টি স্কুলে মানবিক বিভাগ নেই এবং ৭ হাজার ৪৭টি স্কুলে ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ নেই।